জাতীয় বাজেট ২০২৫-২০২৬; জলবায়ু বাজেট ও বাংলাদেশ উপকূল

১. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেট

সবকিছু ঠিক থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ-উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ আগামী ২ জুন ২০২৫, টেলিভিশনে নতুন অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করবেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের এটি প্রথম বাজেট। সূত্রমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট হচ্ছে সংকোচনমূলক। বাজটেরে আকার কমিয়ে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে, যা চলতি অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার চেয়ে ৭ হাজার কোটি টাকা কম। এবারের বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রায় ৯-১০ শতাংশ, এটা ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা থাকতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে ৫.৫ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন সংকোচনমূলক বাজেটে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

২. ঋণের চাপে সংকুচিত বাজেট; কমছে উন্নয়ন বরাদ্দ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, বাজেট সংকোচনের প্রধান কারণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে বড় ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি। চলতি অর্থবছরে সুদ পরিশোধে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা আগামী অর্থবছরে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি। যা প্রস্তাবিত বাজেটের প্রায় ১৬.৮ শতাংশ, যা বিগত কয়েক বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই চাপ মোকাবিলায় উন্নয়ন খাতে ব্যয় সংকোচন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্রস্তাবিত আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল এডিপির আকার ছিল ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ উন্নয়ন বরাদ্দে প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পাবে।

৩. আইএমএফ-এর চাপ; সরকারের রাজস্ব অব্যাহতির সিদ্ধান্ত

আইএমএফ-এর চাপে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেটে নতুন করে আর কোনো খাতে রাজস্ব অব্যাহতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এখনো রাজস্ব অব্যাহতি আছে এমন বেশির ভাগ খাত থেকেও তা প্রত্যাহার করা হবে, বলা হচ্ছে এতে প্রকৃত আদায় বাড়বে, ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হবে। চলতি অর্থবছরের গত ৮ মাসে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি ৫৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ঘাটতির হিসাব থাকলেও আইএমএফ থেকে আগামী তিন অর্থবছরে ২০ লাখ ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রাজস্ব খাত থেকে ৫ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ৬ লাখ ৫৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ও ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৫৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

৪. জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে; বাড়েনি বরাদ্দ

গত ৫ বছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দের চিত্র

অর্থবছর	চলতি মুল্যে জিডিপি[কোটি]	মোট জাতীয় বাজেট[কোটি]	মোট জলবায়ু বাজেট[কোটি]	জিডিপি'র % জলবায়ু বরাদ্দ
২০২০-২১	৩৫,৩০,১৮৫	৫৬৮,০০০	২৪,০৭৫.৬৯	০.৬৮%
২০২১-২২	৩৯,৭১,৭১৬	৬০৩,৬৮১	২৮,০১০.১৩	০.৭১%
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	৬৭৮,০৬৪	৩২,৪০৮.৯০	০.৭২%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	৭৬১,৭৮৫	৩৭,০৫১.৯৪	০.৭৩%
২০২৪-২৫	৫৫,৯৭,৪১৪	৭৯৭,০০০	৪২,২০৬.৮৯	০.৭৫%

তথ্যের উৎস: জাতীয় বাজেট ও টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে ২৪-২৫ পর্যন্ত ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন

বিশ্লেষকরা বলছেন, জলবায়ু খাতের জন্য বাজেট বরাদ্দ পরিকল্পিত এবং পর্যাপ্ত নয়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থবরাদ্দের দাবি করা হলেও বরাদ্দ বাড়ছে না। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়সমূহের জলবায়ু বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো ৪২ হাজার ২শত ০৬ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.০৯ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে গতানুগতিক ধারায় প্রতিবছর জলবায়ু অর্থায়নের যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলায় খুবই অপ্রতুল, যেখানে জলবায়ু অর্থায়নে প্রতি বছর জিডিপির নুন্যতম ৩% বা তার বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন সেখানে সরকার বরাদ্দ দিচ্ছে ১% এরও কম। বিভিন্ন সূত্র বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রয়োজন ৫৩৪ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ বছরে ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার, সেখানে সরকারে বরাদ্দ ৩.৬০ বিলিয়ন। সে বিবেচনায় এবারের সংকুচিত বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দ কতটুকু অগ্রাধিকার পাবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ?

৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত চারটি দীর্ঘমেয়াদী নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়নেই বার্ষিক ১৮.২৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন

কৌশলগত পরিকল্পনা	বার্ষিক অর্থায়ন পরিকল্পনা [টাকা]	বার্ষিক অর্থায়ন পরিকল্পনা [ডলার]
বিসিসিএসএপি ২০০৯	৮,৬০০ কোটি	০.৭৪ বিলিয়ন
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	৬৩,৪১৪ কোটি	৫.৪২ বিলিয়ন
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২০২৩-২০৫০	৯৯,৪৫০ কোটি	৮.৫ বিলিয়ন
জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান [এনডিসি] ২০২১-২০৩০	৪১,৮৮৬ কোটি	৩.৫৮ বিলিয়ন
বার্ষিক অর্থায়ন পরিকল্পনা	**২১৩,৩৫০ কোটি**	**১৮.২৪ বিলিয়ন**

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি ২০০৯)-এর আর্থিক প্রক্ষেপন অনুযায়ী শুধু অভিযোজন খাতে প্রতি বছর ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদী ধাপে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেজন্য বছরে প্রয়োজন ৫.৪২ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২৭ বছর মেয়াদী এই অভিযোজন পরিকল্পনায় বর্ণিত ১১৩টি উদ্যোগ বাস্তবায়নে আনুমানিক ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চিহ্নিত করা হয়েছে, সে অনুযায়ী বছরে বরাদ্দের প্রয়োজন ৮.৫ বিলিয়ন ডলার।

জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান [এনডিসি]-তে বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা ও উন্নত বিশ্বের সহায়তায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২১.৮৫ শতাংশ কার্বন নির্গমন হ্রাসের অঙ্গিকার করা হয়েছে। বাস্তবায়নের প্রাক্কলিত ব্যয় শর্তহীনভাবে ৩২.২৬ বিলিয়ন এবং শর্তযুক্তভাবে প্রায় ১৪০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই হিসেবে প্রতি বছর শর্তহীন বিনিয়োগে ৩.৫৮ বিলিয়ন [৩০ হাজার ৭ শত ৮৮ টাকা] এবং শর্তযুক্ত বিনিয়োগে ১৫.৬৬ বিলিয়ন [১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬ শত ৭৬ কোটি টাকা] ডলার বরাদ্দের প্রয়োজন।

৬. দুর্যোগ ঝুঁকিতে উপকূল; বাড়ছে ক্ষয়-ক্ষতি

দেশের মোট ভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ এবং ৩৯ মিলিয়ন মানুষ উপকূলে বাস করে। বাংলাদেশের বড় হুমকি, দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ মিটার উপরে যা বিশ্বের সবচেয়ে নিম্নাঞ্চলীয় দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দুর্বল ও অপর্যাপ্ত উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো [টেকসই বেড়িবাঁধ] অভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগে বাংলাদেশের উপকূল দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বাড়াচ্ছে।

ক. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ; হুমকিতে কৃষিখাত: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য মতে, জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.৫০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IFPRI) প্রতিবেদন কলছে, উপকূলের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততার সংকটে রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, কার্যকর উদ্যোগ নিতে না পারলে, কৃষি আয় বার্ষিক ২১ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং উপকূলের ৪০ শতাংশ কৃষি জমি

হুমকির মুখে পড়বে, আইপিসিসি'র অনুমান বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ৩০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন হারাতে পারে।

খ. উপকূলজুড়ে তীব্র সুপেয় পানির সংকট: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস উপকূলে তীব্র সুপেয় পানির সংকট তৈরি করেছে। বেশিরভাগ অঞ্চলে নলকূপের পানি লবণাক্ত, ১৯টি উপকূলীয় জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার শতাধিক উপজেলায় সংকট তীব্র আকার ধারন করেছে, তারমধ্যে কক্সবাজার, ভোলা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বাগেরহাট,খুলনা, সাতক্ষীরা অন্যতম।

গ. বাড়েছে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা-তীব্রতা: গবেষকদের মতে, বাংলাদেশের উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি বেড়েছে। আগে যে ধরনের বড় ঝড় ১০০ বছরে একবার হতো, এখন তা ১০ বছরেই হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের দেশীয় জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রতিবেদন (সিসিডিআর) এর উপর ভিত্তি করে, আইএমএফ বলছে যে শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশের গড় বার্ষিক ক্ষতি ইতিমধ্যে ১ বিলিয়ন [জিডিপির-০.৭ শতাংশ] ডলারে পৌঁছেছে, যা আগামীতে আরও বাড়বে।

ঘ. আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির সংকট: আইডিএমসি'র প্রতিবেদন-২০২৫ অনুযায়ী এক বছরের ব্যবধানে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬ লাখ, দেশে বর্তমানে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ, আগের বছর (২০২৩) এই সংখ্যা ছিল ১৮ লাখ। দুর্যোগে বাস্তুচ্যুতির বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম, আইডিএমসি'র গবেষনা অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনের ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে বাস্তুচ্যুত হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, প্রতি বছর ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে।

৭. ঋণভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন; অভিযোজন নয় প্রশমনভিত্তিক প্রকল্পই অগ্রাধিকার

বিভিন্ন গবেষনা বলছে, প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ ২৫৬.৪ মিলিয়ন ডলার (৭৬.৯%) অনুমোদন পেলেও, অভিযোজন প্রকল্পে পেয়েছে মাত্র ৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার (২৩.১%)। জিসিএফ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়েছে ৭৫% এবং অনুদান দিয়েছে ২৫%। চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের বিশ্লেষণ বলছে, গত ১৪ বছরে দেশে ঋণের সমষ্টিগত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। এতে মাথাপিছু জলবায়ু ঋণের পরিমাণ ৭৯ দশমিক ৬১ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯ হাজার ৪৮৫ টাকা।এটা স্পষ্ট যে, উন্নত বিশ্ব প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের নামে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে ফেলতে চাইছে। অনুদানভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে গিয়ে তারা ক্রমশ মুনাফাভিত্তিক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত জলবায়ু তহবিলের মাত্র ৫% অনুদান এবং বাকি অর্থ ঋণ বা সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

৮. আসন্ন বাজেটে জলবায়ু অর্থবরাদ্দ ও আমাদের সুপারিশসমূহ

৮.১ বৈদিশিক ঋণ নির্ভরতা নয়; নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে জিডিপির ন্যূনতম ৩ শতাংশ জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে

টেকসই জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে একদিকে দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা অপরদিকে মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বড়াতে হবে। প্রতিবছর জিডিপির আকার বাড়লেও জাতীয় বাজেটে জলবায়ু খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা এবং পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন সহ দেশের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনার বিনিয়োগ চাহিদা অনুসারে জাতীয় বাজেটে জিডিপির কমপক্ষে ০৩% [১ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকা] জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। গত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে [কপ-২৯] এলডিসি, এমভিসি ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্টগুলোর ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের দাবীর বিপরীতে ৩০০ বিলিয়নের নতুন জলবায়ু অর্থায়ন, নিশ্চিতভাবে তহবিলের ঘাটতি সৃষ্টি করবে, তহবিল প্রাপ্তিতে বাংলাদেশকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হতে হবে, তাই নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যেগ নিতে হবে।

৮.২ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৩৯ মিলিয়ন উপকূলীয় মানুষের জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় জাতীয় বাজেটে উপকূল সুরক্ষায় অগ্রাধিকারভিত্তিক বরাদ্দ চাই

ক. উপকূলে দুর্যোগ সহনশীল কংক্রিটের টেকসইবাঁধ চাই; গতানুগতিক বরাদ্দের বাহিরে পৃথক [১০০০০- ১২০০০ কোটি টাকা] বরাদ্দ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে স্থানীয় সরকারের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে

প্রতি বছর দুর্যোগে বাঁশের বেড়া ও চট দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাঁধ রক্ষার দৃশ্য প্রমান করে উপকূলীয় বাঁধগুলো দুর্যোগ মোকাবেলায় কতটা অক্ষম। সরকারি-বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৭০-৮০% বাঁধই দুর্যোগ মোকাবেলায় অনুপোযোগী। এসকল বাঁধের উচ্চতা পূর্ব থেকেই অনেক কম এবং মানসম্মত মেরামত ও ব্যস্থাপনা নিয়মিত নয়। যে কারনে জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার কংক্রিটের টেকসই বাঁধের প্রয়োজন। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও পোল্ডারের পরিমান প্রায় ৫,৭৫৪ কি:মি: (সরকারী হিসাবে)। এছাড়াও বিভিন্ন চরসমুহে লাখ-লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে যেখানে কোন বাঁধ নেই, অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তারা সেখানে বাস করছে। সব মিলিয়ে উপকূলে এই মুহূর্তে প্রায় ৬,৫০০ কি:মি: টেকসই বাঁধ প্রয়োজন। এবং সকল বাঁধ আগামী ১০ বছরের মধ্যে টেকসইভাবে নির্মান করতে হলে বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে প্রায় ১৩০,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১০০০০-১২০০০ কোটি টাকা গতানুগতিক বরাদ্দের বাহিরে পৃথক ভাবে বরাদ্দ দিতে হবে এবং বেড়িবাঁধের মালিকানা স্থানীয় কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এর ফলে বাঁধ রক্ষনাবেক্ষনের খরচ হ্রাস পাবে এবং বাঁধ টেকসই হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কাজে জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তার কাজের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

খ. বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে একীভূত করতে হবে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ করতে হবে

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে অভ্যন্তরীন বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে এবং উক্ত কৌশলপত্র বাস্তবায়নে ২০ বছর মেয়াদী অন্তর্ভূক্তিমূলক ও অধিকার-ভিত্তিক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০৪২ গ্রহণ করে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতী স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ বাস্তচ্যুতির কঠিন সংকট মোকাবেলায় শুধু কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, স্থানীয় টেকসই পূর্ণবাসণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে [যেমন-টেকসই আবাসন ব্যবস্থা, মৌলিক চাহিদা পূরণ,দক্ষতা বৃদ্ধি, বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা/কর্মসংস্থান তৈরি ইত্যাদি] জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে বাস্তচ্যুতি প্রশমনে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, সরকারের বাড়তি নজর দিতে হবে। বিশেষ করে কৌশলপত্রে বাস্তবায়ন কর্মকাঠামোর প্রতিরোধ ধাপকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তচ্যুতি সংকট মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলোর বছর ভিত্তিক অগ্রাধিকার ও বরাদ্দ নির্ধারন করতে হবে এবং সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত করতে হবে।

গ. উপকূলে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশেরও বেশি এখনও নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত; ৬১ শতাংশ বাড়িতে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন বেসরকারি গবেষনা বলছে,উপকূলের ১.৫ কোটি মানুষ ভুগর্ভস্থ লবণাক্ত পানি পানে বাধ্য হচ্ছেন এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ও দিন দিন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে। প্রধান শিকার হচ্ছেন নারী, কিশোরী, শিশু ও বয়স্করা। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে জলবায়ু সহিষ্ণু লবণমুক্ত পানি শোধানাগার স্থাপন সহ অন্যান্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সরকারকে উদ্যেগ নিতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক বরাদ্দ দিতে হবে।

ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে: কোস্ট ফাউন্ডেশন]
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।